

🔑 প্রশ্ন: রবার্ট কে. মার্টিনের অপরাধ সম্পর্কিত থিয়োরি ব্যাখ্যা করো।

✅ উত্তর:

রবার্ট কে. মার্টিন একজন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী যিনি সমাজে অপরাধের উৎস ব্যাখ্যা করতে **Strain Theory** (চাপ তত্ত্ব) প্রদান করেন। তিনি বলেন, সমাজে যখন মানুষের লক্ষ্য (goal) অর্জনের সুযোগ সব মানুষের জন্য সমান না থাকে, তখন কিছু মানুষ সামাজিক নিয়ম ভেঙে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

🔑 মূল ধারণা:

সমাজ মানুষকে কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য (যেমন—ধন-সম্পদ, সফলতা) উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সবাইকে সেই লক্ষ্য অর্জনের বৈধ উপায় (education, job, etc.) দেয় না। ফলে মানুষ পাঁচটি উপায়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়:

● ১. Conformity (সম্মতি/অনুসরণ)

→ লক্ষ্য ও সামাজিক উপায়—দুটোকেই মানে।
🔑 উদাহরণ: চাকরি করে অর্থ উপার্জন করা।

● ২. Innovation (উদ্ভাবন)

→ লক্ষ্য মানে, কিন্তু বৈধ উপায় না মেনে অবৈধ পথ বেছে নেয়।
🔑 উদাহরণ: চুরি, দুর্নীতি, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি।

● ৩. Ritualism (আনুষ্ঠানিকতা)

→ উপায় মানে, কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের আশা ছেড়ে দেয়।
🔑 উদাহরণ: নিয়মমাত্রিক কাজ করে, কিন্তু উন্নতির ইচ্ছা নেই।

● ৪. Retreatism (পলায়নবাদ)

→ লক্ষ্য ও উপায়—দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করে।
🔑 উদাহরণ: মাদকাসক্ত, ভবঘুরে জীবন ইত্যাদি।

● ৫. Rebellion (বিদ্রোহ)

→ সমাজের প্রচলিত লক্ষ্য ও উপায় উভয়কে বদলাতে চায়।
🔑 উদাহরণ: বিপ্লবী বা চরমপন্থীরা নতুন সমাজব্যবস্থা চায়।

📚 উপসংহার:

রবার্ট কে. মার্টিনের Strain Theory সমাজে অপরাধ কেন হয় তা বোঝাতে সাহায্য করে। যখন মানুষ বৈধভাবে লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ না পায়, তখন তারা বিকল্প—অপরাধমূলক—পথ বেছে নেয়।

